

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

করণ কারক

‘করণ’ শব্দটির অর্থ যন্ত্র, সহায় বা উপায়। অর্থাৎ ক্রিয়া নিষ্পত্তির ব্যাপারে যা প্রধান সহায়, তা-ই করণ

সংজ্ঞা : কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণ কারক বলে। যেমন :

ছেলেরা বল খেলে। বন্যায় দেশ প্লাবিত হলো। কলমটি সোনায় মোড়া।

করণ কারকে সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

প্রথম বিভক্তি : ছেলেরা বল খেলে।

তৃতীয়া বিভক্তি : আমরা কান দ্বারা শুনি।

পঞ্চমী বিভক্তি : এ সম্ভান হতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে।

ষষ্ঠী বিভক্তি : তার মাথায় লাঠির আঘাত কোরো না।

সপ্তমী বিভক্তি : আকাশ মেঘে ঢাকা।

অপাদান কারক

সংজ্ঞা : যা থেকে কোনো কিছু বিচ্যুত, পতিত, গৃহীত, জাত, রক্ষিত, বিরত, দূরীভূত ও উৎপন্ন এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন :

- বিচ্যুত : বৃক্ষ থেকে পাতা ঝরে।
পতিত : মেঘে বৃষ্টি হয়।
গৃহীত : ঝিনুক থেকে মুক্তা মেলে।
জাত : জমি থেকে ফসল পাই।
রক্ষিত : বিপদে মোরে রক্ষা কর।
বিরত : পাপে বিরত হও।
দূরীভূত : দেশ থেকে বিপদ চলে গেছে।
উৎপন্ন : তিলে তৈল হয়।
ভীত : সুন্দরবনে বাঘের ভয় আছে।

অধিকরণ কারক

সংজ্ঞা : যে স্থানে, যে কালে বা যে বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে ক্রিয়ার আধার বলে। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন :

বনে বাঘ থাকে। বসন্তে কোকিল ডাকে। তিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত।

প্রকারভেদ

অর্থভেদে অধিকরণ কারক চার প্রকার। যেমন :

ক. স্থানাধিকরণ; খ. কালধিকরণ; গ. বিষয়াধিকরণ ও ঘ. ভাবাধিকরণ।

ক. স্থানাধিকরণ : যে স্থানে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে স্থানাধিকরণ কারক বলে। যেমন : জলে কুমির থাকে।

খ. কালধিকরণ : যে কালে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাকে কালধিকরণ কারক বলে। যেমন : শরতে শাপলা ফোটে।

গ. বিষয়াধিকরণ : কোনো বিষয়ে দক্ষতা বা অক্ষমতা প্রকাশে ক্রিয়া সম্পন্ন হলে, তাকে বিষয়াধিকরণ কারক বলে। যেমন : তিনি ইংরেজিতে ভালো। শফিক গণিতে কাঁচা।

ঘ. ভাবাধিকরণ : একটি ক্রিয়া অন্য ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করলে নির্ভরশীল ক্রিয়াপদটি ভাববাচকে পরিণত হয়ে অধিকরণ হলে, তাকে ভাবাধিকরণ কারক বলে। যেমন : সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়।

এ ক্ষেত্রে 'অন্ধকার দূরীভূত হওয়া' 'সূর্যোদয়ের' ওপর নির্ভরশীল। অতএব 'সূর্যোদয়ে' ভাবাধিকরণ কারক।

অনুরূপ : হাসিতে মুক্তা ঝরে।